বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি

Bangladesh Class-III Govt. Employees Association

(একটি অরাজনৈতিক শ্রেণীভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন)

কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ

অস্থায়ী কার্যালয় ঃ ১১৬/ক, শিল্প এলাকা, ঢাকা।

e-mail : info@bgeac3.com web:wwwbgeac3.com

স্মারক নং ঃ বাতসকস/২০১৪/১৩৭ তারিখ ঃ ১২ জানুয়ারী, ২০১৫খ্রিঃ

বরাবর
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

বিষয় ঃ ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনের সুপারিশমালা জুলাই, ২০১৪ খ্রিঃ হতে বাস্তবায়ন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের ৩টি স্কেল/গ্রেডে বিন্যাসকরণ, সর্বনিম্ন ১৫,০০০ টাকা মূল বেতন নির্ধারণসহ বিদ্যমান টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড বহাল রাখার আবেদন।

মহাত্মন,

আপনার সার্বিক মঙ্গল ও শুভ কামনা জানিয়ে বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমরা প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। প্রজাতন্ত্রের সরকারি কর্মক্ষেত্রে মোট জনবলের প্রায় ৬০% তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী এবং এদের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ তৃতীয় শ্রেণী সরকারি কর্মচারী সমিতি। সরকারি জনবলের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী এই মোট ৪(চার) শ্রেণীর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের বিভিন্ন পদ-পদবীতে সবচেয়ে বেশী বৈষম্য বিরাজমান। অথচ তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীরাই সকল ক্ষেত্রে প্রশাসনিক, টেকনিক্যালসহ যাবতীয় দায়িত্ব সম্পাদনে ভিত্তি রচনা করে থাকে।

বিগত বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি সুবিবেচনা করে আপনার মহানুভবতায় ৬(ছয়) সদস্যের একটি পরিবারের জীবন যাপনের ব্যয় মিটানোর উপযোগী বেতন স্কেল নির্ণয়ের লক্ষ্যে গত ২৪ নভেম্বর, ২০১৩খ্রিঃ তারিখে জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন গঠিত হয় এবং ২১ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে কমিশনের সুপারিশমালা অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সমীপে দাখিল করেছে। অতঃপর দাখিলীয় সুপারিশমালার কিয়দাংশ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় তা জেনে কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। প্রস্তাবিত ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনের সুপারিশে প্রতিবারের মত এবারও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা অবহেলিত ও নানা রকমের বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

আমরা স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রের গর্বিত নাগরিক, অন্যায় অবিচার এবং বৈষম্য অবসানের দাবীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষাধিক শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে জাতির জনক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে বেতন বৈষম্য নিরসন এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন অটুট করার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৭৩ সালে তৃতীয় শ্রেণীর তিনটি গ্রেড নির্ধারণসহ মোট ১০টি গ্রেড বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করেন কিন্তু ১৯৭৭ সালে সামরিক সরকার ১০টি স্কেলকে ভেঙ্গে ২০টিতে রূপান্তর করেন। সেই সাথে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পরস্পরের মধ্যে ব্যাপক বেতন বৈষম্য সৃষ্টি করে ৩টির স্থলে ৬টি গ্রেড নির্ধারণ করা হয়। সমিতির পক্ষ হতে ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশন সমীপে বৈষম্যের বিষয়গুলি লিখিত ও মৌখিকভাবে জানিয়েছি। আমরা আশা করেছিলাম কমিশন তৃতীয় শ্রেণীর বৈষম্যমূলক গ্রেডের সংখ্যা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ১৯৭৩ সনের জাতীয় বেতন স্কেল অনুসরণে ৩টি গ্রেডে নির্ধারণ করবেন কিন্তু কমিশনের প্রতিবেদনে তার প্রতিফলন হয় নাই।

৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনের বরাত দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শতভাগ বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বেতন কাঠামোর প্রতিটি স্কেল/গ্রেডের প্রারম্ভিক বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ৫ বৎসর, ৮ বৎসর, ১০ বৎসর, ১৫ বৎসর, ২০ বৎসর অথবা তার অধিক সময় চাকুরী করেছেন তাদের মূল বেতন ইতোমধ্যেই প্রস্তাবিত প্রারম্ভিক বেতনের চেয়ে বেশী হয়েছে। জ্যেষ্ঠ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১০০% বেতন বৃদ্ধির কোন দিক নির্দেশনা নেই। শতভাগ বেতন বৃদ্ধি হতে পারে ঐ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যারা নবাগত বা এক বৎসর সময়ের মধ্যে চাকুরীতে যোগদান করেছেন তাদের ক্ষেত্রে, জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেলায় নয়।

২০০৯ সালে ৭ম জাতীয় বেতন স্কেলে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন স্কেলগুলো উল্লেখযোগ্য ভাবে কম নির্ধারণ করার কারণে বিভিন্ন মহলে আলোচনা সমালোচনার প্রেক্ষাপটে ৭ম পে-কমিশনের সুপারিশ যাচাই/বাছাই কমিটি ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ২০তম গ্রেডের প্রারম্ভিক বেতন ৩৯০০ টাকা হতে ৪১০০ টাকায় বৃদ্ধি করে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের ৯ম হতে ১৬তম পর্যন্ত প্রতিটি গ্রেডের প্রারম্ভিক বেতন ৫০০ টাকা কমিয়ে ৭ম জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করা হয়। তাতে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীরা আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতির শিকার হন। আমরা আশা করেছিলাম ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে কিন্তু বাস্তবে তা করা হয়নি।

৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনের সুপারিশে বিদ্যমান ২০টি গ্রেড/স্কেলের বিপরীতে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য (১-৯ পর্যন্ত) ৯টির স্থলে ৮টি স্কেল/গ্রেড, ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ১টি, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের (১১-১৬ পর্যন্ত) ৬টির পরিবর্তে ৫টি স্কেল/গ্রেড এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের (১৭-২০ পর্যন্ত) ৪টির স্থলে ২টি স্কেল/গ্রেড নির্ধারণ করে ১৬টি বেতন গ্রেড/স্কেলের প্রস্তাব করে। ১ম শ্রেণীর ৮টি স্কেল সর্বনিম্ন ২৫,০০০ হতে ১,০০,০০০ টাকা, ২য় শ্রেণীর ১টি গ্রেড ১৭,০০০ টাকা, তৃতীয় শ্রেণীর ৫টি স্কেল সর্বনিম্ন ৯,৫০০ টাকা সর্বোচ্চ ১৩,০০০ টাকা এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ২টি স্কেল ৮,২০০ টাকা ও ৯,০০০ টাকা সুপারিশ করা হয়েছে। শ্রেণী ভিত্তিক প্রারম্ভিক গ্রেডে টাকার অংকে পার্থক্য যেমন ১ম শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণী (২৫,০০০ - ১৭,০০০) = ৮,০০০ টাকা, ২য় শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীর সর্বোচ্চ ধাপ (১৭,০০০ - ১৩,০০০) = ৪,০০০ টাকা তৃতীয় শ্রেণীর সর্বনিম্ন গ্রেড থেকে ৪র্থ শ্রেণীর সর্বোচ্চ গ্রেড পার্থক্য (৯,৫০০-৯,০০০) = ৫০০ টাকা। শ্রেণীভিত্তিক গ্রেডসমূহের টাকার অংকে যে পার্থক্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে কোন সামঞ্জস্য রাখা হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত ১৬টি গ্রেডের মধ্যে এক গ্রেড হতে পরবর্তী গ্রেডে টাকার অংকে পার্থক্য যেমন ৪র্থ শ্রেণীর ১৬তম গ্রেড হতে ১৫তম গ্রেড (৯,০০০ - ৮,২০০) = ৮০০ টাকা তৃতীয় শ্রেণীর গ্রেডগুলোর মধ্যে ১৪তম থেকে ১৩তম (১০,০০০ - ৯,৫০০) = ৫০০ টাকা, ১৩তম থেকে ১২তম (১০,৫০০-১০,০০০) = ৫০০ টাকা। পরবর্তী গ্রেডগুলো ১,০০০, ১৫০০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৪,০০০ টাকা, ১ম শ্রেণীতে ৮,০০০, ৭,০০০, ৫,০০০, ৮,০০০, ৭,০০০, ১০,০০০, ১০,০০০, ৮,০০০ ও ১২,০০০ টাকা। তৃতীয় শ্রেণীর গ্রেডগুলোর মধ্যে এক গ্রেড থেকে পরবর্তী গ্রেডে টাকার ব্যবধান দৃষ্টিকটুভাবে কম করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পদোন্নতির সুযোগ কম থাকায় সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদান করা হয় কিন্তু ৮ম জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনের সুপারিশে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি না করে অথবা বেতন স্কেলগুলো যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারণ না করেই সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান প্রথা বাতিল করার সুপারিশ করা হয়েছে যার ফলে তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা পুনরায় আর্থিকভাবে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

উপরোক্তাবস্থায়, বিনয়ের সহিত আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো পুনঃ বিবেচনার নির্দেশনা প্রদানের জন্য সবিনয় প্রার্থনা জানাচ্ছি।

ঃ - জীবন যাপনের ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে জুলাই ২০১৪ হতে নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন।

ঃ - সর্বনিম্ন ১৫,০০০ টাকা মাসিক মূল বেতন নির্ধারণ করা।

ঃ - ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রদত্ত বেতন স্কেল অনুসরণে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীদের সর্বমোট ৩টি বেতন স্কেল/গ্রেড নির্ধারণ করা।

ঃ - প্রস্তাবিত প্রথম শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণী, ২য় শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণীর ধাপগুলির টাকার অংকের ব্যবধানের আনুপাতিক ভাবে ৪র্থ শ্রেণীর সর্বোচ্চ গ্রেডের (১৫তম) প্রারম্ভিক বেতন থেকে তৃতীয় শ্রেণীর সর্বনিম্ন গ্রেড (১৩তম) প্রারম্ভিক বেতনের মধ্যে কমপক্ষে টাকার অংকে ২,০০০ টাকা ব্যবধান নির্ণয় করণ।

ঃ - তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের শতভাগ সিলেকশন গ্রেড প্রদানসহ সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল রাখা।

ঃ - বাংলাদেশ সচিবালয়ের স্টেনোগ্রাফার, বাজেট সহকারী, উচ্চমান সহকারী ও মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের প্রধান সহকারী ও উচ্চমান সহকারীদের ন্যায় অন্যান্য দপ্তর প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ সকল সমপদের/সমমর্যাদার কর্মচারীদের পদবী যথাক্রমে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বপদে ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল এবং ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা নার্সদের ন্যায় সম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সমপদের ডিপ্লোমাধারী/পদধারীদের ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রদান করে সৃষ্ট বৈষম্য নিরসন করা।

ঃ - চিকিৎসা ভাতা ২,৫০০ টাকা, যাতায়াত ভাতা প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে মাসে ২২ কর্মদিবস ১১০০ টাকা, টিফিন ভাতা প্রতিদিন ৫০ টাকা হারে মাসে ২২ কর্মদিবস ১১০০ টাকা, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির বিল ভাতা হিসাবে প্রদানসহ ১০০% পেনশন এবং ১ঃ৪০০ হারে গ্রাচ্যুইটি ও চাকুরীতে বয়সসীমা ৬০ বৎসর নির্ধারণ করা।

ঃ - চট্রগ্রাম বিভাগাধীন কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি জেলাসমূহ পর্যটন এলাকা হওয়ায় সেখানে জীবন যাপন ব্যয়বহুল বিধায় উল্লেখিত জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মূল বেতনের ৫০% পর্যটন ভাতা প্রদানকরণ।

বর্ণিতাবস্থায়, বিনীত প্রার্থনা এই যে, নির্দিষ্ট ও স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের ন্যূনতম চাহিদায় বেচে থাকার তাগিদে উপরোক্ত বিষয়গুলো পুনঃ বিবেচনা করে বাধিত করবেন।

পরম শ্রদ্ধান্তে, বিনীত নিবেদন

(মোঃ মাহফুজুর রহমান)
সভাপতি
০১৭১৫-৬৬৫৫৪৬

(মোঃ ওঁৎফর রহমান)
মহাসচিব
০১৯২২-১১৭৫০১